ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮০৭
আগরতলা,১৮ জুলাই,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘খুমুলুঙের হাসপাতাল থেকে শিকারিবাড়ি সর্বত্র এডিসি’র স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে’’ এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ১২ জুলাই, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কর্তৃক গঠিত তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, খেরেংবার সিএইচসি-তে ওটি ২৪x৭ চালু থাকে না। তাই জরুরী সময়ে সিএইচসি-তে আসা অপারেশনযোগ্য রোগীদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল এবং আইজিএম হাসপাতালে রেফার করা হয়, কোনো নার্সিং হোমে নয়।

খেরেংবার সিএইচসি-র মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট-এর রিপোর্ট অনুসারে, অ্যাপোলো হাসপাতাল এবং টিটিএএডিসি-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত মউ অনুযায়ী, খেরেংবার সিএইচসি-এর টেলি-কনসালটেশন পরিষেবা ৯ মে, ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল এবং ২০২৩ সালের মে মাসে শেষ হয়েছিল। তবে, ই-সঞ্জীবনী এবং টেলি-মানস-এর মাধ্যমে টেলি-কনসালটেশন পরিষেবা এখনও চালু আছে। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন এএএম-এইচএসসি সঙ্গে স্পোক (প্রথম যোগাযোগের কেন্দ্র) হিসেবে এবং এজিডিসি ও আইজিএম হাসপাতাল, এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল, এবং মডার্ন সাইকিয়াট্রি হাসপাতালের সঙ্গে হাব (কেন্দ্রীয় বিশেষায়িত হাসপাতাল) হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে, খেরেংবার সিএইচসি-এর সমস্ত মেডিকেল অফিসার এবং এই সিএইচসি-এর আওতাধীন এলাকায় নিযুক্ত সিএইচও-দের ই-সঞ্জীবনী-এর মাধ্যমে টেলি-কনসালটেশন-এর জন্য আইডি এবং পাসওয়ার্ডও সচল রয়েছে।

এদিকে, প্রকাশিত সংবাদে শিকারিবাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। এ বিষয়ে আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক জানিয়েছেন যে শিকারিবাড়ি আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছে। এই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে বর্তমানে একজন কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং একজন এমপিডব্লিউ কর্মরত আছেন। এছাড়াও, এই আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে নিয়মিত গর্ভকালীন চেকআপ ও নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি সহ সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত ও সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, প্রকাশিত সংবাদে তুইকর্ম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে এ বিষয়ে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক জানিয়েছেন যে বর্তমানে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পানীয় জলের সমস্যা থাকলেও স্থানীয় জলের উৎস হিসেবে বিকল্প জলের জোগাড় করার চেষ্টা চলছে। তবে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি নতুন ভবন নির্মাণাধীন আছে, যা একটি ইতিবাচক দিক। এটি সম্পূর্ণ হলে, এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামগ্রিক অবকাঠামো এবং পরিষেবা প্রদানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে।

*****